JAN 04 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...9... কলাম ... ...

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

অনিশ্চয়তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আজ শুরু হইতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের অব্যাহত রণসজ্জার পটভূমিতে এইবারের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করিয়াছে। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সাত জাতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসিয়া উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যার সমাধানে আদৌ সক্ষম হইবেন কিনা সেই প্রশ্ন বড় নয়। এই রকম একটি ফোরামের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই এই উপলক্ষটি যুদ্ধ উন্মাদনার মধ্যে উপমহাদেশের মানুষের মনে কিছুটা স্বস্তি ও আস্থার সঞ্চার ঘটাইতে পারিয়াছে। কাশ্মীর সীমান্ত সন্নিহিত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের গোলাগুলির মধ্যে সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে দেখা গেল যশোবন্ত সিং ও আবদুল সাত্তার প্রাণখোলা হাসি বিনিময় করিয়াছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. সিং আগ বাড়াইয়া উষ্ণ করমর্দন করিয়াছেন তাহার পাকিস্তানি প্রতিপক্ষ মি. সাত্তারের সঙ্গে। ইহাকে নিশ্চয় লৌকিকতার মনোভাবেই দেখা যাইতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে ইহাও বাস্তব যে. এই ছোট্ট ঘটনাটি টানটান উত্তেজনা প্রশমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলিয়াছে। দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকটি হওয়া কাম্য ছিল। ভারত শীর্ষ সম্মেলনকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে অটল বিহারি বাজপেয়ির একান্ত বৈঠকের সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করিয়া দেয় নাই। দুই নেতা আন্তরিক হইলে শেষ মুহূর্তে যে কথা বলিতে পারেন না. তাহা হলফ করিয়া বলিবার জো নাই। অতীতে রাজিব গান্ধী ও জেনারেল জিয়াউল হক দুই দেশের মধ্যে প্রায় একই রকমের এক উত্তেজনার অবসান ঘটাইতে সার্ক ফোরামকে কাজে লাগাইয়াছিলেন। আমরা আশা করিব. কাঠমাণ্ডুর সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বাজপেয়ি-মোশাররফের উপস্থিতি সাত জাতি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের ধমনীতে নূতন রক্তের সঞ্চালন ঘটাইতে সক্ষম হইবে। তবে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ষোড়শ বার্ষিকীতে এই কথা বলিতে হইবে যে. ইউরোপ যখন ইউরোর যুগে প্রবেশ করিয়াছে তখন দক্ষিণ এশিয়া পরস্পর পরস্পরের কুশল বিনিময় করিবে কিনা সেই প্রশ্নে জবুথবু। কাশ্মীর বিরোধের আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা আজ সুদূর পরাহত। অথচ এই কিছুকাল পূর্বেও বেশ একটি দীর্ঘ সময় এই ইস্যু নিষ্পত্তির নানা ফর্মুলা লইয়া উভয় দেশ ব্যতিব্যস্ত থাকিয়াছে। আবার সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরও অশুভ শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছে। গত ১৩ ডিসেম্বরে ভারতীয় পার্লামেন্টে ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলার জন্য যে জঙ্গি সংগঠন দুইটিকে দায়ী করা হইয়াছে. তাহারাও কিন্তু কাশ্মীরের নামেই তৎপরতা চালাইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ এশিয়া বিরোধ নিষ্পত্তির এজেন্ডাকে সাইড লাইনে বা উহার ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়া দ্বিপক্ষীয় বা আঞ্চলিক সহযোগিতার দিগন্ত কিভাবে প্রসারিত করিতে হয়. উহা যেন রপ্ত করিতে পারে নাই। এমনকি সেই দিকে পথ চলিবার গরজও যে তেমন দেখা যাইতেছে তাহা মনে হয় না। ২০০১ সালের ডিসেম্বরেই দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা সাফটা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ৭ সদস্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু এই সময়ে সাফটা লইয়া নেতৃবৃন্দকে একেবারে গোড়া হইতে ভাবিতে হইবে। সার্কের পর বহু আঞ্চলিক জোট আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সার্কের পরিচিতি দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে নাই বলিলেই চলে। সার্কের ক্ষীণস্বর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কাড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলাদেশের 'ব্রেইন চাইল্ড' সার্কের প্রতিষ্ঠা যে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল উহা লইয়া সন্দেহ চলে না। সনদ অনুযায়ী প্রতি বৎসর সার্ক সামিট হয় নাই। প্রায় তিন বৎসর পর কাঠমাণ্ডুতে যে সামিট হইতেছে উহার গুরুত্বকেও খাটো করিয়া দেখিবার উপায় নাই। জরুরি অবস্থার মধ্যেই অভ্যন্তরীণ সংঘাত জর্জরিত নেপাল যে সাহসী হইয়া এই সামিট অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছে সেই জন্য সেই দেশের সরকারকেও অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আমরা একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। এই সম্মেলনে যেন যে কোন প্রকারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অঙ্গীকার উচ্চারিত হয়।